REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১॥০ টাকা। নগদ মূল্য /১০ দুই পয়সা বাংসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /০ এক আনা।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে

শ্রীবিজয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

ছাদের জন্য

লোহার কড়ি

বরগা, এঙ্গেল, করগেট, বল্টু ইত্যাদি
উচিত মূল্যে বিক্রয় করি।
সত্বর দরের জন্য
পত্র লিখুন।

নিরঞ্জন এণ্ড কোং লিঃ

ম্যানেজিং ডিরেক্টার :—
শ্রীমহিমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
২নং দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

২৮শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ৩০শে বৈশাখ বুধবার ১৩৪৯ ইংরাজী 13th May 1942 | ৪৮শ সংখ্যা

এই জনগণ জাগরণকালে স্ত্রী-পুরুষের মহাবন্ধু

হিলিংবাম

সেবনে মেহরোগ চির আরোগ্য ও
নবযৌবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

১ মাত্রায় পরিচয় পাইবেন, সপ্তাহে আরোগ্য হইবেন।

৪৫ বৎসর ধরিয়া রোগী ও চিকিৎসক উভয় দলের নিত্য ব্যবহার্য্য। আই-এম-এস, এম-ডি-এফ-আর-সি-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, এল-আর সি-এস প্রভৃতি উপাধিধারী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক অতি উচ্চ প্রশংসিত ও পৃষ্ঠপোষিত। প্রশংসাকারী দুই একজন ডাক্তারের নাম দেখুন :—

কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই-এম-এস, এম-ডি, এফ-আর-সি-এস ইত্যাদি; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, আই-এম-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, সার্জ্জন মেজর বি, কে, বসু, আই-এম-এস, এম-ডি-সি-এম, কাপ্তেন এস, এন, চৌধুরী আই-এম-এস, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, ডাঃ পুষং এম-ডি ইত্যাদি।

মূল্য বড় শিশি ৩৲, মাঝারি ২॥০, ছোট ১৷৹ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণ সম্বলিত তালিকা-পুস্তক লিখিলে বিনামূল্যে পাঠাই।

বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব বীমা প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইনসিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড

ইহাতে জীবন-বীমা করিয়া সংসারে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করুন।

আর্থিক পরিচয়

নূতন বীমা	...	প্রায় ৩ কোটি টাকা
মোট চলতি বীমা	...	১৮ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার উপর
বীমা তহবিল	...	৩ „ „ „ „
মোট সম্পত্তি	...	৪ „ ৫ „ „ „
দাবী শোধ (১৯০৭-৪০)		২ „ ২৫

হেড আফিস—হিন্দুস্থান বিল্‌ডিংস, কলিকাতা
ব্রাঞ্চ—বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা।
এজেন্সি :—ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, সিলোন, মালয়া, ব্রিঃ ইষ্ট আফ্রিকা।

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ
গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন কর্ম্মযুগ আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া, দাদ, অর্শ, কাউর, বাত, আমবাত, সর্দ্দি, কাশি সমস্তই [illegible] সেবনে নিবারিত হয়।
[illegible] না।

স্ত্রীলোকের [illegible] লযোগ, বাধক, দীর্ঘকালব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা [illegible] উপ[illegible] ভাড়াটিয়া ৬ [illegible] ন্যায় কার্য্য করে।

[illegible] ১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫॥০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং". কলিকাতা

মহা সমর! মহা সমর!!

এই দুর্দ্দিনে দেশের অর্থ দেশে রাখুন। এবং দেশের সহস্র সহস্র নরনারীর অন্ন-সংস্থানের সহায়তা করুন। ভারতে উৎপন্ন তামাকে হাতে তৈয়ারী ভারত বিখ্যাত

মোহিনী বিড়ি

যাহা মোহিনী বিড়ি, মোহিনী ২৪৭ বা ২৪৭ নং বিড়ি বলিয়া পরিচিত, সেবন করুন। ধূমপানে পূর্ণ আমোদ পাইবেন। আমাদের প্রস্তুত বিড়ি, বিশুদ্ধতার গ্যারাণ্টি দিয়া বিক্রয় করা হয়। পাইকারী দরের জন্য লিখুন।

একমাত্র প্রস্তুতকারক ও স্বত্বাধিকারী

মুলজী সিক্কা এণ্ড কোং

হেড অফিস—৫১, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শাখাসমূহ :—১৬০ নং নবাবপুর রোড, ঢাকা,
সরায়গঞ্জ, মজঃফরপুর বি-এন-ডবলিউ-আর।
ফ্যাক্টরী—মোহিনী বিড়ি ওয়ার্কস,
গোণ্ডিয়া (সি, পি) বি-এন-আর।
আমাদের নিকট বিড়ি প্রস্তুতের বিশুদ্ধ তামাক ও পাতা খুচরা ও পাইকারী হিসাবে পাওয়া যায়।
দরের জন্য পত্র লিখুন।

Buy
DEFENCE SAVINGS
Certificate
AND
INDIA DEFENCE BOND
TO MAKE INDIA STRONG.

সর্ব্বোল্লা দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

৩০শে বৈশাখ বুধবার, সন ১৩৪৯ সাল।

ডাকাত ও গ্রামবাসীতে সংঘর্ষ

বন্দুকের গুলিতে একজন নিহত

ফিরোজপুর জেলার গুরুসর গ্রামে একদল ডাকাত ও গ্রামবাসীদের মধ্যে সঙ্ঘর্ষের ফলে এক ব্যক্তি গুলীর আঘাতে নিহত হইয়াছেন। উভয় পক্ষেই গুলী চালনা করিয়াছিল।

প্রকাশ, কিছুকাল পূর্ব্বে এই ডাকাত দলই থারাগওয়ালা গ্রামে প্রকাশ্য দিবালোকে একজন কনেষ্টবলসহ চার জনকে খুন করিয়াছিল।

শিশু হত্যার অভিযোগ

রামনাথ হালদার নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাহার রক্ষিতা পঞ্চি দাসীর দুই মাসের একটী শিশু কন্যাকে হত্যা করিবার অভিযোগে ব্যারাকপুরের দ্বিতীয় হাকিম মিঃ ওয়াই, এ, খানের এজলাসে এক মামলা দায়ের আছে। প্রকাশ, বালিকাটি রাত্রে চীৎকার করিয়া কাঁদিত বলিয়া আসামী রামনাথ বালিকাটিকে অন্যত্র রাখিবার পন্থা করিয়া তাহাকে ফরিয়াদী পঞ্চি দাসীর নিকট হইতে লইয়া তাহাকে ছাইয়ের গাদায় পুঁতিয়া ফেলিয়াছিল।

শুনানী স্থগিত আছে।

বর্দ্ধমানে একাদশ দিনে শব সৎকার

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সাহায্যে শব উদ্ধার

শ্রীমতী সুরবালা দাসী নামে এক ভিখারিণী গত ৩০শে এপ্রিল বর্দ্ধমান ক্রজার হাসপাতালে মারা গেলে শ্রীভোলানাথ দাস নামে তাহার একটী দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় ঐ দিন হইতে ১লা মে পর্য্যন্ত বার বার হাসপাতালে যাইয়া হয়রাণ হইয়া অবশেষে বর্দ্ধমান জেলা হিন্দু মহাসভা অফিসে সকল বিবরণ জ্ঞাত করিলে পর সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার মিত্র ২রা মে প্রাতে হাসপাতাল কমিটির জনৈক সদস্যকে এই বিষয় জানাইলে তাঁহাকে বলা হয় যে, ভিখারিণী মারা যাইলে ২৪ ঘণ্টা পরে বেওয়ারিশ শব হিসাবে উহা সৎকারের জন্য মিউনিসিপালিটিকে দেওয়া হইয়াছে।

ইহার পর শ্রীযুত মিত্র মিউনিসিপালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান সাহেবের অনুমতি লইয়া শ্মশান ঘাট হইতে জ্ঞাত হন যে, গত ৩০শে এপ্রিল হইতে ৪ঠা মে তারিখের মধ্যে হাসপাতাল হইতে কোন শব সৎকার জন্য তথায় লইয়া যাওয়া হয় নাই। এই সংবাদ অবগত হইয়া শ্রীযুত মিত্র হাসপাতাল কমিটির সহ-সভাপতি বর্দ্ধমানের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সকল বিষয় জ্ঞাত করিয়া প্রার্থনা করেন যে, ভিখারিণী সুরবালার শবদেহ তাহার আত্মীয়কে দিবার হুকুম দেওয়া হউক।

ইহার ফলে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট রেসিডেন্ট সার্জ্জনকে ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জানান যে, মেডিক্যাল স্কুলের পরীক্ষায় ছাত্রগণের ব্যবহারের জন্য উক্ত শবদেহ তাঁহার অজ্ঞাতসারে (?) রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীযুত মিত্র হিন্দু মহাসভার কর্ম্মী শ্রীদুকড়ি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকিরীটিমোহন ঘোষ, শ্রীবটকৃষ্ণ গাঙ্গুলী ও মৃতার আত্মীয় শ্রীভোলানাথ দাসকে লইয়া উক্ত শবদেহের সৎকার করিয়াছেন।

মুষ্টিযোদ্ধা রবীন সরকারের মুক্তিলাভ

যশিদি ষ্টেশনে মারপিটের অভিযোগের জের

গত নভেম্বর মাসে যশিদি ষ্টেশনে রবীন সরকার ১২১ রেলওয়ে এ্যাক্ট অনুযায়ী ধৃত হইলে তাঁহাকে রেলওয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির করা হয়। দীর্ঘ ছয় মাস মামলা চলিবার পর গত ২৭শে এপ্রিল শ্রীযুক্ত সরকার খালাস পাইয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, গত নভেম্বর মাসে যশিদি ষ্টেশনে ট্রেণ আসিলে দুইটী মাড়োয়ারী যুবক জানালার উপর দিয়া একটী তৃতীয় শ্রেণীর কামরাতে প্রবেশকালীন জনৈক ভদ্রমহিলা ও তাঁহার শিশুকে আহত করিয়া ভিতরে প্রবেশ করে ও তাঁহার জিনিসগুলি পায়ের চাপে ভাঙ্গিয়া দেয়। মহিলা প্রতিবাদ জানাইলে তাঁহাদের উপর গালিগালাজ করা হয়। মহিলা ও তাঁহার স্বামী পুলিশের জন্য চীৎকার করিলে পর কামরার সামনে জনতা জমিয়া যায়। শ্রীযুত সরকার সেই সময় ব্যাপার জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলে পর অন্যান্য মাড়োয়ারী ও কুলিরা সরকারকে গালি দেয় ও মারিতে আসে। সেই সময় সরকার ঐ জনতার ভিতর হইতে আত্মরক্ষা-পূর্ব্বক বাহির হইয়া আসে। অন্য একদল মাড়োয়ারী নাকি পুলিশ আনিয়া শ্রীযুত সরকারকে ধরাইয়া দেয়।

শ্রীহিরণ্ময় ব্যানার্জ্জি, শ্রীতারাশঙ্কর চ্যাটার্জ্জি, শ্রীমদনমোহন পাণ্ডে, নটী বাবু প্রভৃতি সুপরিচিত ব্যবহারজীবিগণ মিঃ সরকারের পক্ষে দণ্ডায়মান হন।

অধিক খাদ্য উৎপাদন আন্দোলন

মাননীয় ঢাকার নবাব বাহাদুরের বাণী

গত ২৭শে এপ্রিল সোমবার অপরাহ্ণে ডালহৌসী ইনষ্টিটিউটে বাংলা সরকারের উদ্যোগে আহূত সাংবাদিক বৈঠকে "অধিক খাদ্য উৎপাদন আন্দোলনের" সূচনা করা হয়। অধিক খাদ্য উৎপাদন ও তৎসম্বন্ধীয় অন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়া কৃষি ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রী ঢাকার নবাব বাহাদুর কনফারেন্সে এক বাণী প্রেরণ করেন।

বাংলার খাদ্য-শস্যের বর্ত্তমান অবস্থার বিস্তৃত বিবরণ দিয়া কৃষি ও শিল্প বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ হিল বলেন যে, বাংলার উপকণ্ঠে যুদ্ধ যেরূপ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে খাদ্য-শস্যের সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষতঃ বর্ম্মা হইতে আমদানী বন্ধ হওয়াতে এবং সামরিক প্রয়োজনে যানবাহনের উপর চাপ পড়াতে খাদ্য-সংরক্ষণের আবশ্যকতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় যতদূর সম্ভব বাংলার প্রত্যেক অঞ্চলের স্ব-প্রতিষ্ঠ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। যদিও উর্ব্বর বলিয়া বাংলার খ্যাতি আছে, কিন্তু প্রধান প্রধান খাদ্য-শস্য সম্বন্ধে তাহাকে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। চাউলের আমদানী ৩৩ লক্ষ মণ হইতে প্রায় ৬৬ লক্ষ মণ কমিয়া গিয়াছে। নৌকায় বা গো-যান আদিতে যে চাউল সরবরাহ হয়, উপরি-উক্ত ঘাটতির মধ্যে তাহার হিসাব ধরা হয় নাই। সেই হিসাব ধরিলে মনে হয়, ঘাটতির পরিমাণ আরও বেশী হইবে। বৃষ্টিপাতের ফলে উৎপাদনের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। দেশে যে পরিমাণ চাউলের প্রয়োজন, তাহার সঙ্গে উৎপাদনের তুলনা করিলে দেখা যায়, ৮ কোটি মণ ঘাটতি হইতে প্রায় এক কোটি ৩০ লক্ষ মণ বাড়তির ইতরবিশেষ হয়। গড়ে কমপক্ষে ৪ কোটি মণ চাউল ঘাটতি হইয়া থাকে বলা চলে। এই হিসাব সঠিক কি না বলা শক্ত। তবে ঘাটতির সম্ভাবনার বিরুদ্ধে সময় থাকিতে প্রস্তুত হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। ডাল ও সরিষার তেল সম্বন্ধে প্রচুর ঘাটতি ও গম সম্বন্ধে কিছু কম ঘাটতি হয় বলিয়া জানা গিয়াছে।

পাক্ষিক পত্র

—•—

জাপানীরা যে আমাদের বন্ধু হ'তে পারে না একথাটা আমাদের দেশ এখন ধীরে ধীরে বিশ্বাস করছে। ভারতবাসীরা নিজেদের দেশ নিজেরাই শাসন করবে এইটেই ভারতবর্ষের ইচ্ছা। কিন্তু তা যে একমাত্র ইংরেজদের সঙ্গেই বোঝাপড়া ক'রে সম্ভব হ'তে পারে—এবং বাইরের কোন জাতির সঙ্গে বোঝাপড়া করে বা তাদের সাহায্যে কখনো হ'তে পারে না—এই দুটো কথাই ভারতবর্ষের জনগণের নেতারা একবাক্যে স্বীকার করছেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে যাঁরা চিরদিন অগ্রগণ্য তাঁরা এই কথাটা ভালভাবে বুঝেছেন ব'লেই আমাদের আগে থাকতে তাঁরা সতর্ক ক'রে দিচ্ছেন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে যারা জীবনে অশেষ দুঃখভোগ করেছেন তাঁরা সমস্বরে বলছেন জাপানীরা এদেশে এলে আমাদের ভবিষ্যৎ আশা একেবারে নষ্ট হবে। তাঁরা বলেন, ভারতবর্ষের জন্য আমরা যা কিছু করব তা ইংরেজদের সঙ্গে আলোচনা করেই করব। তার কারণ ভারতবর্ষ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী—এবং ইংরেজেরাও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। কাজেই ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপ সম্পর্কে তাঁদের সঙ্গে আমাদের কোনো বিরোধ নেই, তাঁদের সঙ্গেই আমাদের ভাগ্য মেলাতে হবে।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকই চীনদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। ভারতবর্ষের অনেকে রাশিয়ানদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন। কিন্তু ভারতবর্ষের কেউ জাপানীদের বা জার্মানদের বা ইটালিয়ানদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন নয়।

জাপানীরা আমাদের ধনপ্রাণ হরণ করতে আসছে। তাদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় কখনও হয়নি। তাদের আমরা চিনি না। সুতরাং তাদের সাহায্য নিলে বা তাদের কোনো রকম সাহায্য করলে তাদের হাতে আমাদের কতখানি উপকার হওয়া সম্ভব তা আমরা কেউ জানি না।

আমরা জানি না বটে, কিন্তু জাপানীদের সংস্পর্শে যারা এসেছেন তাঁরা তো ভাল ক'রেই জানেন। চীনাদের কথাই ধরা যাক। চীনারা ভারতবাসীর মতই নির্বিরোধ লোক। ভারতবর্ষের মতই তাদের বিশাল দেশ—এবং তাদের লোকসংখ্যা ভারতবর্ষের চেয়ে বেশি। এই রকম একটা দেশে জাপানীরা যে সব কীর্ত্তি করেছে তা জানার পর আমরা জাপানীদের বিষাক্ত সাপের মতো ঘৃণা করা ছাড়া আর কিছু করতে পারিনা। বহুদিন ধ'রে জাপানীরা জোচ্চুরি ক'রে, প্রতারণা ক'রে, শয়তানি ক'রে চীনদেশকে নিজেদের অধীন ক'রে তাদের সর্ব্বস্ব লুটে খাওয়ার যে পরিকল্পনা করে আসছে তার কথা শুনলে আমরা জাপানীদের ধ্বংস কামনা ছাড়া আর কিছু করতে পারি না।

চীনদেশের সঙ্গে আমাদের প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃতিগত সম্বন্ধ। আধুনিক কালে আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ চীনদেশে গিয়ে ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনদেশের সম্বন্ধ মধুর ক'রে তুলেছেন। শান্তিনিকেতনে চীনদেশের একটী সংস্কৃতি কেন্দ্র আছে। সেদিনও মার্শাল চিয়াং কাইশেক শান্তিনিকেতনে অনেক হাজার টাকা দান করেছেন। রবীন্দ্রনাথ চীনদেশকে ভালবাসতেন—সেজন্য আমরা চীনদেশকে নতুন ক'রে ভালবাসতে শিখেছি ভবিষ্যতেও। চীন ও ভারতবর্ষের মিলনে একটা বিরাট শক্তির সৃষ্টি হবে—যার মধ্যে সাম্রাজ্যলোভী জাপানের কোনো স্থান থাকবে না। চীনদেশের প্রতি সেইজন্যও আমরা প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ।

এই চীনদেশের উপর জাপানীরা বর্ব্বরতার অনুষ্ঠান করছে। আমাদেরই বন্ধু-জাতির উপর জাপানীদের এই অত্যাচার আমরা কখনও ক্ষমা করতে পারি না। চীনদেশের উপর অত্যাচার—সেটা আমাদেরই উপর অত্যাচার ব'লে ধ'রে নিতে পারি। রবীন্দ্রনাথ জাপানেও গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি জাপানীদের সাম্রাজ্য লোলুপতা এবং আধুনিক বিজ্ঞানের অপব্যবহারের বহর দেখে পীড়িত হয়েছিলেন। তিনি জাপানীদের আক্রমণের ব্যাপারে একেবারে জলে উঠেছিলেন। জাপানী কবি নোগুচিকে তিনি যে সব চিঠি লিখে'ছিলেন তাইতে জাপানী বর্ব্বরতায় তিনি কতখানি বেদনা অনুভব করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বাঙ্গলায় বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

বিভিন্ন সহরে কণ্ট্রোলার নিযুক্ত

নূতন আইনের সুযোগ লইবার জন্য ভাড়াটিয়াদিগের প্রতি সরকারী নির্দ্দেশ

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রচারিত এক প্রেস-নোটে বলা হইয়াছিল যে, যে সব এলাকায় বিপদের আশঙ্কা হইয়াছিল, সেই সব এলাকা হইতে বহু সংখ্যক লোক দেশের অভ্যন্তরভাগে চলিয়া যাওয়ার ফলে দেখা যায় যে, বাড়ী ভাড়া অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এই সময়ে বাড়ীর মালিকদিগকে তাহাদের দেশবাসীর অসুবিধার সুযোগ লইতে দেওয়া উচিত নহে এবং সরকার ভূস্বামীদের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ সংরক্ষণের প্রতি উদ্‌গ্রীব হওয়া সত্ত্বেও বাড়ী ভাড়া ব্যাপারে অতিরিক্ত মুনাফা বন্ধের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। প্রেস নোটে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, বাড়ীর ন্যায্য ভাড়া নির্দ্ধারণ এবং ভাড়াটিয়াদিগকে উচ্ছেদ হইতে রক্ষার জন্য কণ্ট্রোলার নিয়োগের জন্য ও বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি আদেশ জারীর প্রস্তাব করিয়াছেন। তারপরে ১৯৪২ সালের বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারী করা হইয়াছে এবং কলিকাতা সহর এবং পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জিলা ছাড়া বাঙ্গলার সর্ব্বত্র উহা বলবৎ হইয়াছে। উক্ত আদেশের প্রধান প্রধান বিধানগুলি এইরূপ :—

(১) "নির্দ্দিষ্ট তারিখে" যে ভাড়া দেওয়া হইয়াছে অথবা বাড়ী খালি থাকিলে "নির্দ্দিষ্ট তারিখে" যে ভাড়া দেওয়া হইত তাহার শতকরা কুড়ি টাকার বেশী কোন ভূস্বামী লইতে পারি[illegible]া। দার্জ্জিলিং জিলার জন্য নির্দ্দিষ্ট তারিখ" [illegible] সালের ১লা ডিসেম্বর এবং বাঙ্গলার অ[illegible] "নির্দ্দিষ্ট তারিখ" ১৯৪১ সালের ১[illegible]

[illegible] হইতে কোন বাড়ীর [illegible] অথবা কোন বাড়ীর নূতন [illegible] কোনরূপ সেলামী লইতে [illegible]

[illegible]র্দ্দিষ্ট তারিখে যে সব বাড়ী ভাড়া হয় নাই, [illegible]াড়ী ভাড়া দিতে ইচ্ছা করিলে অথবা যে সব [illegible]ক নির্দ্দিষ্ট তারিখের পর এইরূপ কোন বাড়ী [illegible]য়া হইয়াছে, তাহার ভাড়া নির্দ্ধারণের জন্য [illegible] নিকট আবেদন করিতে পারেন এবং যেরূপ [illegible]ক না কেন বাড়ীর মালিক কণ্ট্রোলারের নির্দ্ধারিত ভাড়ার শতকরা কুড়ি টাকার অতিরিক্ত চার্জ্জ করিতে পারিবেন না।

যদি কোন ভাড়াটিয়া ৬ মাস হইতে ১ বৎসর পর্য্যন্ত তাহার বাড়ী ভাড়ার কাল বর্দ্ধিত করিতে চাহে, তাহা হইলে যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য সে বাড়ী ভাড়া করিয়াছিল তাহা গত হইবার অন্ততঃ ১ মাস পূর্ব্বেই বাড়ীর মালিককে একটা লিখিত বিজ্ঞপ্তি দ্বারা তাহার ইচ্ছা জানাইতে হইবে। মালিকের নিকট এইরূপ বিজ্ঞপ্তি পৌছাইবার সময় হইতেই উহাতে যতদিন সময়ের উল্লেখ থাকিবে, তত দিনের জন্য বাড়ী ভাড়া কাল বর্দ্ধিত হইল বলিয়া ধরা হইবে। মালিক তাহাকে ঐ সময়ের মধ্যে আর বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য করিতে পারিবে না। তাহা করিতে হইলে তাহাকে ঐ বিজ্ঞপ্তি পাইবার ১৫ দিনের মধ্যে কণ্ট্রোলারের নিকট এক দরখাস্ত করিয়া ভাড়া কাল বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কণ্ট্রোলারের এক আদেশ বাহির করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৫) যদি কণ্ট্রোলারের আদেশ জারী হইবার ১৫ দিনের মধ্যে মালিক ঐ পরিত্যক্ত বাড়ীর দখল না লয় অথবা ২ মাস গত হইবার মধ্যেই উহা অপর কোন ব্যক্তিকে ভাড়া দেয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব ভাড়াটিয়ার নিকট হইতে তাহার ঐ বাড়ী ত্যাগের ৩ মাসের মধ্যে কোন দরখাস্ত পাইলে উহার উপর কণ্ট্রোলার তাহার পূর্ব্ব আদেশ বাতিল করিয়া ঐ ভাড়াটিয়াকেই পুনরায় বাড়ীতে অবস্থান করিতে দিতে বলিয়া ও তিনি যেমন সঙ্গত মনে করেন সেই পরিমাণ ক্ষতিপূরণই ভাড়াটিয়াকে দিতে বাধ্য করিয়া মালিকের উপর এক নূতন আদেশ জারী করিতে পারেন।

১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখের এক সরকারী আদেশ অনুযায়ী বিভিন্ন মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হাকিমগণই ঐ সকল মহকুমায় ১৯৪২ সালের বঙ্গীয় বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইনের বিধানে কণ্ট্রোলাররূপে কার্য্য করিতে নিযুক্ত হইলেন। শুধু বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী, দিনাজপুর, রাজসাহী, জলপাইগুড়ি, মালদহ প্রভৃতি জেলার সদর মহকুমাগুলিতে সিনিয়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটরাই কণ্ট্রোলাররূপে কার্য্য করিবেন। ব্যারাকপুরের সার্কেল অফিসারই ঐ মহকুমার কণ্ট্রোলাররূপে কার্য্য করিবেন। দার্জ্জিলিংয়ের ডেপুটী কমিশনার ঐ জেলার সদর মহকুমার কণ্ট্রোলারের পদে থাকিবেন।

উল্লিখিত নিয়মাবলী পাঠ করিলেই বোঝা যাইবে যে বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণের বিধান কার্য্যে পরিণত করিবার সকল ব্যবস্থাই করা হইয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় এই প্রদেশের যে কোন জায়গায় বাস করিবার জন্য কাহাকেও আর অত্যধিক পরিমাণে বাড়ী ভাড়া দিতে হইবে না। উপরোক্ত বিধান দ্বারা বাড়ী ভাড়ার প্রকৃত কোনই হ্রাস সাধন হইতেছে না বলিয়া সংবাদপত্রাদিতে সম্প্রতি নানা অনুযোগ করা হইতেছে। এই অনুযোগ আদৌ সঙ্গত নয়। মনে রাখিতে হইবে যে, ঐ বিধান অনুযায়ী অত্যধিক বাড়ী ভাড়ার যে হ্রাস সাধন হইবার কথা, তাহা সম্ভব করিবার জন্য অসুবিধাগ্রস্ত ভাড়াটিয়াকেই চেষ্টিত হইতে হইবে। কণ্ট্রোলার অথবা অন্য কোন সরকারী কর্ম্মচারী এই বিষয়ে অগ্রণী হইয়া কিছুই করিতে পারেন না। যদি ভাড়াটিয়াগণই ভাড়া হ্রাসের জন্য দরখাস্ত না করেন, তাহা হইলে উহা কমিতে পারে না। এই কথাটী জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করা দরকার। আশা করা যায় যে, সংবাদপত্রসমূহ এই বিষয়ে সাহায্য করিবেন।

সস্তায় রবার ষ্ট্যাম্প

সকল প্রকার রবার ষ্ট্যাম্প এক সপ্তাহের মধ্যে সরবরাহ করা হয়। সমস্ত ষ্ট্যাম্পই কলিকাতায় প্রস্তুত এবং কলিকাতার অন্যান্য কারখানা অপেক্ষা জিনিষ ভাল অথচ দামে সস্তা। রবারের পকেট প্রেস, ডেটিং ষ্ট্যাম্প, সেল্‌ফ-ইঙ্কিং প্যাড ও কালী সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

প্রাপ্তিস্থান—"পণ্ডিত-প্রেস"
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

কর্ম্মখালি

এখানে শীঘ্র বিখ্যাত "ন্যাশন্যাল মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্কের" শাখা খোলা হইতেছে। ইহার মধ্য দিয়া যাবতীয় ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা যাইবে। ২০০০৲ টাকা ক্যাশ সিকিউরিটিসহ একজন ক্যাশিয়ার এবং ৫০০৲ টাকা ক্যাশ সিকিউরিটিসহ একজন লেজার কিপার প্রয়োজন। নিম্নলিখিত ঠিকানায় শীঘ্র আবেদন করুন।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মৈত্র, উকিল
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ

সুসংবাদ! সুসংবাদ!

জটিল দুরারোগ্য ও পুরাতন পীড়ার চিকিৎসার জন্য সুপ্রসিদ্ধ অভিজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস, এম-বি, হোমিও মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করুন। তিনি এযাবৎ বহু সংখ্যক জটিল ও পুরাতন রোগীর সাফল্যের সহিত চিকিৎসা করিয়া আসিতেছেন। ডাকযোগেও চিকিৎসা করা হয়। কলিকাতার দরে যাবতীয় সরঞ্জামসহ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিক্রয় হয়।

বিনামূল্যে পশু-চিকিৎসা করা হয়।

ডাঃ স্বর্গীয় সীতানাথ দাসের পুত্র
গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারীকৃত ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত
ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস, এম-বি, হোমিও
"সর্ব্বমঙ্গলা ঔষধালয়"
পোঃ রাজগাঁ — বীরভূম।

শিক্ষক মহাশয়গণের নিকট নিবেদন

আমরা ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় উৎকৃষ্ট কাগজে স্কুলের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার হাজিরা বহি, ভর্ত্তি বহি, ট্রান্সফার সার্টিফিকেট, বেতন আদায়ের রসিদ বহি প্রভৃতি মজুত রাখিয়াছি। দরকার হইলে আমাদের নিকট হইতে লইবেন। খাতাগুলি ভালভাবে বাইণ্ডিং করা।

বাংলা ভাষায় (প্রাইমারী স্কুলের জন্য)

হাজিরা বহি (২০ পাতার)	।০
„ ৪০ „	৸৶০
ভর্ত্তি বহি ...	।৶০
ট্রান্সফার সার্টিফিকেট (২০ পাতার)	।৶০
রসিদ বহি (১০০ পাতার)	

For M. E. & H. E. SCHOOLS.

Students' Attendance Register with Fee realisation (25 pages)	-/15/-
Teachers' Attedance (25 pages)	-/15/-
First Admission Form (100 sheets)	1/8/-
Transfer Certificate (100 sheets) (Triplicate.)	3/8/-
Receipt Book (for fee collection) (100 pages in each Book)	-/8/-
Letter Heading ½ Foolscap size 100	1/-/-
Do. ¼ Foolscap 100	-/12/-

ফরম সাপ্লাই এজেন্সী
পণ্ডিত প্রেস
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

নূতন ঠিকানা

মনিগ্রামের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক
পক্ষাঘাত, বাত, উন্মাদ, কাস, শ্বাস, চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ, ব্লডপ্রেসার, বেরিবেরি—প্রভৃতি পীড়ার চিকিৎসায় পারদর্শী

কবিরাজ—
শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী বিশ্বাস কবিরত্ন,
এম-বি-সি-এ, (গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড)
মনিগ্রাম বাসন্তীতলা
পোঃ মনিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ

রাজশাহী

আয়ুর্ব্বেদ ভবন

যথাসম্ভব সুলভে বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান।

(স্থাপিত সন ১৩৩২ সাল)

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান চিকিৎসক

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন

প্রধান ঔষধালয়ঃ—   শাখা ঔষধালয়ঃ—

রঘুনাথগঞ্জ ঃঃ মুর্শিদাবাদ।   জঙ্গীপুর (বাবুবাজার।

আয়ুর্ব্বেদীয় সকল রকম আসব, অরিষ্ট, মোদক, বটী, তৈল, ঘৃত, চূর্ণ ও ধাতুভস্মাদি সর্ব্বদা প্রচুর মজুত থাকে। মফঃস্বলের চিকিৎসকগণকে উপযুক্ত কমিশন দেওয়া হয়।

পণ্ডিত প্রেস

রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ

উচ্চশ্রেণীর ছাপার জন্য বিখ্যাত

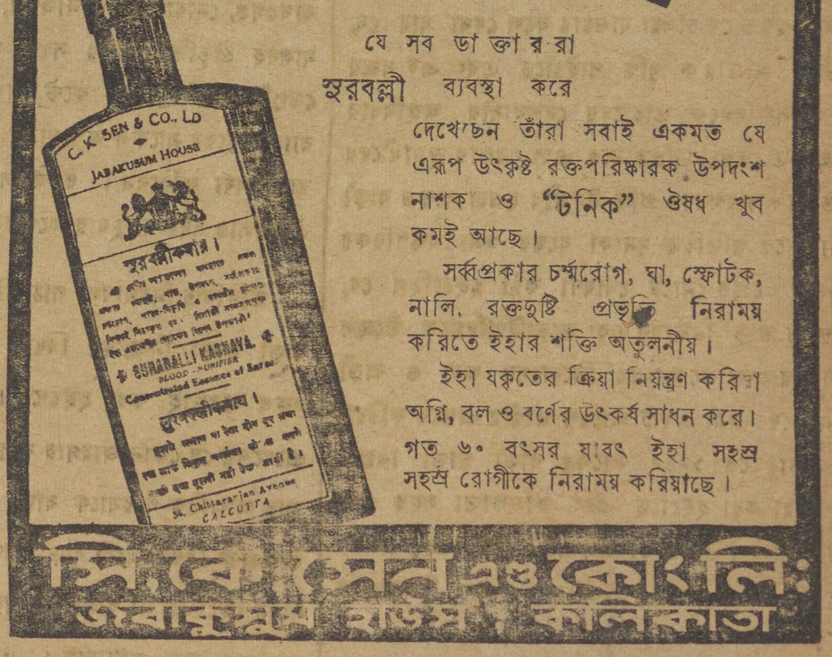

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

স্থরবল্লী

যে সব ডাক্তাররা
স্থরবল্লী ব্যবস্থা করে
দেখেছেন তাঁরা সবাই একমত যে এরূপ উৎকৃষ্ট রক্তপরিষ্কারক উপদংশ নাশক ও "টনিক" ঔষধ খুব কমই আছে।

সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, ঘা, স্ফোটক, নালি, রক্তদুষ্টি প্রভৃতি নিরাময় করিতে ইহার শক্তি অতুলনীয়।

ইহা যকৃতের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করিয়া অগ্নি, বল ও বর্ণের উৎকর্ষ সাধন করে। গত ৬০ বৎসর যাবৎ ইহা সহস্র সহস্র রোগীকে নিরাময় করিয়াছে।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা

বেঙ্গল হোমিও কেমিকেল ওয়ার্কস

মহাত্মা আনন্দ ঋষির আয়ুর্ব্বেদিক হোমিও ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে।

ডাক্তার বি, রায়কে পত্র লিখিয়া জানুন।

সার্জ্জারী জগতে যুগান্তর।

ডাক্তার আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র অপেরীণ ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী াগী, ফোড়া, কাকবিড়ালী, ঠুন্‌কা, মুখের ব্রণ পৃষ্ঠ ব্রণ, উরুস্তম্ভ, শীতলী কর্ণমূল প্রভৃতি যন্ত্রণা-প্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্য-হয় মূল্য বড় শিশি ১৲, মাশুল সমেত ১।✓০ ।✓০ আনার টিকেট পাঠাইলে স্যাম্পেল শিশি পাইবেন।

মৃতের জীবন ঃ—ভাইট্যালী—{ বহুবিধ রোগনাশক জীবনীশক্তিবর্দ্ধক টনিক।

(ডাক্তার আনন্দ ঋষি মরা মানুষ বাঁচাইতে পারিতেন। তিনি বহু গবেষণার পর জগতের হিতার্থে ভাইট্যালী আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।) মানব জীবনের প্রধান উপাদান ভাইট্যাল পাওয়ার বা জীবনীশক্তি; উহার হ্রাস, বৃদ্ধিতে সমস্ত রোগ হয়। উহা ঠিক রাখিতে পারিলেই মানুষ দীর্ঘায়ু ও নীরোগ হইতে পারেন। ... যাঁহারা মেহ, প্রমেহ, ধাতু-দৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, ধ্বজভঙ্গ, ডায়েবিটিস, ডিসপেপসিয়া, অম্ল, অজীর্ণ, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, াধক, স্মরণশক্তির হ্রাস, বাত ও অর্শ প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে মৃতপ্রায় হইয়াছেন, তাঁহাদের ক্ষে ভাইট্যালী পরম বন্ধু। ইহা ভাইট্যাল পাওয়ার (জীবনীশক্তি) বৃদ্ধি করিয়া শীঘ্রই নীরোগ রে। যাঁহারা নানাবিধ ঔষধ খাইয়াও কোন ফল পান নাই তাঁহারা একবার মাত্র এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখুন। ।✓০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে ১ সপ্তাহের ঔষধ পাইবেন।

প্রায় এক মাসের ঔষধ এক শিশির মূল্য ১৲ মাত্র। ডাক মাশুল সমেত ১।✓০

প্রাপ্তিস্থান ডাঃ বি রায় এণ্ড কোং, কেমিষ্টস্
ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেনরীচ, কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়

বিশুদ্ধতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদীয়

ব্রাঞ্চ ও এজেন্সি   পৃথি সর্ব্বত্র

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী

এম-এ, এফ-সি-এস (লণ্ডন), এম-এস-সি (আমেরিকা)

ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক (প্রফেসার)

মকরধ্বজ (বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতানাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্যবিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, রক্তহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ—প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যাবতীয় রস ও স্ত্রীরোগের মহৌষধ। ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা, ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত